সমকাল

তারিখ ... 04 JUN 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ১ ...

পাবিপ্রবির স্বপ্নযাত্রার সাত বছর

রাহিদুল ইসলাম রাহি

পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (পাবিপ্রবি) আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয় ২০০৯ সালের ৫ জুন। তবে এ স্বপ্ন বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার শুরু ২০০১ সালে। সে বছরের ১৫ জুলাই তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার পাবনাবাসীর দীর্ঘদিনের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় সংসদে 'পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্প' বিল পাস করে। পরে ২০০৮ সালের ১১ ডিসেম্বর থেকে পুনরায় এ প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হয়। প্রথমে পাবনার সরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়। পরে পাবনা শহরে অবস্থিত ক্যাপ্টেন মনসুর আলীর বাসাসহ বেশ কয়েকটি ভাড়া বাসায় ল্যাব, ক্লাস ও দাপ্তরিক কার্যক্রম চালুর মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিধি বাড়ানো হয়। অস্থায়ী ক্যাম্পাসে চালু হলেও আওয়ামী লীগ সরকার পুনরায় ক্ষমতায় আসার পর দ্রুততার সঙ্গে স্থায়ী ক্যাম্পাসের স্থান নির্ধারণ, ভূমি অধিগ্রহণ ও নির্মাণ কাজ শুরু হয়। সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের অক্লান্ত শ্রমে বর্তমানে পাবনা শহর থেকে ৫ কিলোমিটার দূরে পাবনা-নগরবাড়ী সড়কের দক্ষিণ পাশে রাজাপুর নামক স্থানে স্থায়ী ক্যাম্পাসে শিক্ষা কার্যক্রম চলছে। ৫টি অনুষদ, ১৬টি বিভাগ ও একটি ইনস্টিটিউটের অধীনে স্নাতক, স্নাতকোত্তর, এমফিল ও পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করছেন শিক্ষার্থীরা। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়টি উচ্চশিক্ষার মান সমুন্নত রাখার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অপর্যাপ্ত আবাসন, লাইব্রেরি, ল্যাবসহ নানা সীমাবদ্ধতার মাঝেও এক দল তরুণ এবং মেধাবী শিক্ষক তাদের মেধা ও শ্রম দ্বারা সব প্রতিকূলতা পেরিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়টিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে। শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সেমিনার, প্রশিক্ষণ, প্রকাশনা ও বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন ও অংশগ্রহণ করে বিশ্ববিদ্যালয়টির মান ও সুনামকে সমৃদ্ধ করছে।

একটি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের দক্ষ মানব সম্পদ তৈরির সঙ্গে সঙ্গে ওই অঞ্চলের মানুষের জীবনধারার ওপরও গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে। বৃহত্তর পাবনা অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। পাবনা বাংলাদেশের অন্যতম পুরাতন শহর হলেও শিক্ষাক্ষেত্রে এর বিশেষ পরিচিতি ছিল না বললেই চলে। বর্তমানে পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজ শিক্ষাক্ষেত্রে সুপরিচিতি লাভ করেছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত শিক্ষক-কর্মকর্তা, কর্মচারীদের পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীরা পাবিপ্রবিতে পড়াশোনার জন্য অবস্থান করছেন এবং স্থানীয় সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের নিয়ামক হিসেবে কাজ করছে। কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়টিকে কেন্দ্র করে এ অঞ্চলের আবাসন, পরিবহন, ব্যবসাসহ জীবনযাত্রার প্রতিটি ক্ষেত্রে ঘটছে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন।

পাবিপ্রবি প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে প্রযুক্তিনির্ভর, দক্ষ ও সময়োপযোগী মানবসম্পদ সৃষ্টির জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়টিতে বর্তমানে প্রায় তিন হাজার শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করছেন। পাসকৃত ছাত্রছাত্রীরা অনেকেই সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে সুনাম ও দক্ষতার সঙ্গে পেশাগত দায়িত্ব পালন করে প্রতিষ্ঠানটির সুনাম বৃদ্ধি করছেন। সফলতার এই ধারা অব্যাহত থাকবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়টি পাবনা তথা বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অসামান্য ভূমিকা পালন করবে।

প্রতিবারের মতো এবারও নানা আয়োজনে উৎসবমুখর পরিবেশে দিনটি উদযাপন করবে পাবিপ্রবি পরিবার। বিশ্ববিদ্যালয়টির আয়তন মাত্র ৩০ একর হলেও প্রতিষ্ঠানটি নিয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের স্বপ্নের সীমা অন্তহীন। বিশ্ববিদ্যালয়টির আয়তন ও পরিসর বৃদ্ধি, পর্যাপ্ত অবকাঠামো নির্মাণ, শিক্ষা সহায়ক উপকরণের পর্যাপ্ততা, প্রশাসনিক শৃঙ্খলা, শিক্ষক নিয়োগে মানদণ্ড বজায় রাখা- সর্বোপরি শিক্ষার সুষ্ঠু ও নির্মল পরিবেশ বজায় রাখাই হচ্ছে সবার ঐকান্তিক কামনা। পাবিপ্রবির এ পথচলা সুন্দর ও সম্ভাবনাময় হোক, স্বপ্নগুলো পূরণের মাধ্যমে এগিয়ে চলুক দুর্বার গতিতে- এই কামনা রইল।

সহকারী অধ্যাপক, ভূগোল, পরিবেশ ও নগর পরিকল্পনা বিভাগ, পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
rahe_ges76@yahoo.com